বাপ কা বেটা...

নতুন বছরের শুরুতে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ। আয়োজক দেশ নিউজিল্যান্ড। ছোটদের এই টুর্নামেন্ট থেকেই পাওয়া যাবে ভবিষ্যৎ তারকাদের। অতীতদিনের ব্যর্থ কিংবা সফল ক্রিকেটারদের সন্তান, ভাই, আত্মীয়দেরও দেখা যাবে। যোগরাজ পুত্র যুবরাজ সিং কিংবা জিওফ মার্শের দুই পুত্র শন ও মিচেলকেও দেখেছি অনূর্ধ্ব-উনিশে। এবারও এমন অনেকেই রয়েছেন। বিশ্বকাপের আগে এমনই কয়েকজনকে নিয়ে আলোচনায় **নবাব আচার্য**

থান্ডো এনতিনি

মাখায়া এনতিনিকে আশা করি সকলেই মনে রেখেছে। একশোর বেশি টেস্ট খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রাক্তন পেসারকে ভোলেনি ক্রিকেট বিশ্ব। হাড়হিম করা গতিতে প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের চমকে দিতেন। ক্রিকেট বিশ্বে আলোচনায় এবার মাখায়া এনতিনির পুত্র থান্ডো এনতিনি। বাবার মতো শুধু পেসার নন, থান্ডো এনতিনি পেসার-অলরাউন্ডার। যে অ্যাকাডেমিতে ক্রিকেট শেখেন থান্ডো, সেই ওয়েস্টার্ন কেপ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের কোচ সিয়া সিবিয়ার কথায়, থান্ডোর মধ্যে পরিপূর্ণ অলরাউন্ডার হওয়ার সমস্ত গুণ মজুত আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে অভিষেক ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়েছেন থান্ডো।

জেসন সাঙ্ঘা

অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবেন জেসন। চলতি অ্যাসেজ শুরুর আগে ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি ম্যাচে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের হয়ে খেলেছেন সাঙ্ঘা। শচীন তেন্ডুলকারের পর কনিষ্ঠতম ব্যাটসম্যান হিসেবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ম্যাচে শতরানের নজির গড়েন। গড়তে চলেছেন প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেওয়ার নজিরও। অস্ট্রেলিয়ার যুব বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জেমস সাদারল্যান্ডের ছেলে উইল সাদারল্যান্ডও। ফুটবলও ভালো খেলেন উইল। অস্ট্রেলিয়া ফুটবল লিগের ড্রাফটে তাঁর নাম ছিল। ফুটবল বাদ দিয়ে বেছে নেন ক্রিকেট। হার্ডহিটিং এই ব্যাটসম্যান মিডিয়াম পেস বোলিংও ভালো করেন। বাবা জেমস সাদারল্যান্ড ক্রিকেট খেললেও জাতীয় দলের হয়ে খেলেননি কোনোদিন। বোর্ডের প্রভাবশালী কর্তা বাবার ছায়া থেকে এবারে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে চেনানোর পালা উইলের। তাঁর বোন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডও ক্রিকেটার। মহিলাদের বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগাডসে খেলেন।

গ্রুপ বিন্যাস

'এ' গ্রুপ ঃ কেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ
'বি' গ্রুপ ঃ ভারত, অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউ গিনি, জিম্বাবোয়ে
'সি' গ্রুপ ঃ বাংলাদেশ, কানাডা, ইংল্যান্ড, নামিবিয়া
'ডি' গ্রুপ ঃ আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা

গ্রুপ লিগে ভারত

১৪ জানুয়ারি
অস্ট্রেলিয়া

১৬ জানুয়ারি
পাপুয়া নিউ গিনি

১৯ জানুয়ারি
জিম্বাবোয়ে

চ্যাম্পিয়ন ভারত

সাল	অধিনায়ক
২০০২	মহম্মদ কাইফ
২০০৮	বিরাট কোহলি
২০১২	উন্মুক্ত চাঁদ

অস্টিন ও

স্টিভ ও-র নাম বললে আমাদের সবার আগে মনে পড়ে ২০০১ সালের ইডেন টেস্ট। অস্ট্রেলিয়ার অশ্বমেধের ঘোড়া থামিয়ে মহাকাব্যিক টেস্ট জিতেছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। অধিনায়ক এবং ব্যাটসম্যান হিসেবে স্টিভ ও-র সাফল্যের খতিয়ান অনেক বড়। সেই পথে এবার স্টিভ পুত্র অস্টিনও। গতবছর অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-১৭ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অপরাজিত ১২২ রানের ইনিংস খেলেন অস্টিন। সেই থেকেই অসি ক্রিকেটে আলোচনায় স্টিভ পুত্র। অস্টিনের পছন্দের খেলোয়াড়, বলের আঘাতে মৃত ক্রিকেটার ফিল হিউজ। হিউজের ডাকাবুকো ক্রিকেট ভালো লাগত অস্টিনের। বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে ভারতীয় দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়ার খেলা পছন্দ অস্টিনের।

শাহিন আফ্রিদি

বিশ্ব ক্রিকেটে বরাবরই আলাদা জায়গা করে নেয় পাকিস্তানি বোলাররা। সাম্প্রতিক সময়ে ওয়াকার ইউনিস, ইমরান খান, শোয়েব আখতার, ওয়াসিম আক্রামদের দেখেছি। বর্তমানে পাকিস্তান জাতীয় দলের বাঁ-হাতি পাক পেসার বিশ্ব ক্রিকেটে রাজত্ব করবেন প্রত্যাশা করাই যায়। তাঁর নাম শাহিন আফ্রিদি। বয়স ১৮ ছুঁই ছুঁই। উচ্চতা ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি! প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯ রান দিয়ে ৮ উইকেট নেন শাহিন। পাকিস্তানের মধ্যে এটা রেকর্ড। ১৬ বছর অবধি টেনিস বল ক্রিকেট খেলেছেন শাহিন। অনূর্ধ্ব-১৬ ট্রায়ালে তাঁর বোলিংয়ে মুগ্ধ হন কর্তারা। জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়া হয়। পরিবারের একাই ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত তা নয়। শাহিনরা সাত ভাই। সবার বড়ো রিয়াজ আফ্রিদি। পাকিস্তানের হয়ে একটি টেস্ট খেলেছিলেন। ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ বা আইসিএলে সই করেন রিয়াজ। সেটাই তার কাল হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর জায়গা হয়নি রিয়াজের। ভাইয়ের মাধ্যমে রিয়াজের স্বপ্ন হয়তো পূরণ হতে পারে।

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অনধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ে লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান--
'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেলঃ kheltekhelteubs@gmail.com